গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৪৪ তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৭
২৬ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

আবহাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে মৌসুমী বায়ু সক্রিয় রয়েছে এবং গভীর সঞ্চারণশীল মেঘমালা সৃষ্টি হচ্ছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৩(তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, কক্সবাজর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১-২ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

২৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০-৮০ কিমি বেগে অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ২ নম্বর (পুনঃ) ২ নম্বর নৌ-হুঁশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
এছাড়া দেশের অন্যত্র একই দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিমি বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর নৌহুঁশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

২৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থা: উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি বর্তমানে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, বিহার, সুস্পষ্ট লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে সক্রিয়, উত্তরাংশে মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাস: খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের

কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (২ দিন): বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.৫	৩৪.৭	৩৩.৮	৩৫.৫	৩৬.০	৩৫.৫	৩৫.৫	৩২.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.০	২৭.৫	২৩.৫	২৫.৪	২৪.৫	২৬.১	২৬.০	২৫.৮

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৬.০ ^{o} এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টেকনাফ ২৩.৫^{o} সেঃ।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ ২৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখে টাংগাইল ও রাজবাড়ী ২ টি জেলার ২ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রক্ষপুত্র-যমুনা ও পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে গঙ্গা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে; যা আগামী ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহ ত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি ও ফরিদপুর জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি ঘটতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	২৪	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	০২
হ্রাস	৭২	**বিপদসীমার উপরে স্টেশনের সংখ্যা**	০২
অপরিবর্তিত	০৫	-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ১১ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার

তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
০১	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১১.৫০	-০৮	১১.৪০	+১০
০২	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৮.৭৮	-০৫	৮.৬৫	+১৩

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) : **নেই।**

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):**নেই।**

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো)

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বন্যায় এ পর্যন্ত ৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে

------ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, বন্যায় এ পর্যন্ত ৯ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে নগদ টাকা ৪ কোটি ৪১ লাখ, শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ এক কোটি ৫৮ লাখ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকা এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও শুকনো ও অন্যান্য খাবারের এক লাখ ৮১ হাজার প্যাকেট এবং ৬৫০ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বন্যা উপদ্রুত ৩৩ জেলাসহ দেশের ৬৪ টি জেলায় এক কোটি ৬ হাজার ৮৬৯টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ১০ কেজি করে এক লক্ষ ৬৮ মেট্রিক ৬৯ টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী গত ২৫ আগষ্ট, ২০২০ তারিখে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাশেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসিন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বন্যায় ঘরবাড়ি, আশ্রয়কেন্দ্র, গবাদিপশু, শস্য ক্ষেত ও বীজতলা, মৎস্য খামার, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ লাইন, মোবাইল ফোন লাইন, টেলিফোন টাওয়ার, সড়ক, ব্রিজ- কালভার্ট, বাঁধ, নদী, হাওর, নৌকা-ট্রলার, জাল, বনাঞ্চল, নার্সারি, কৃষি, নলকূপ, ল্যাট্রিন, জলাধার, হাসপাতাল-ক্লিনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, রাজ বাড়ী, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, নওগাঁ, শরীয়তপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয় াখালী, লক্ষীপুর, নাটোর, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ ও পাবনা জেলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ইতোমধ্যে সারাদেশের জেলাগুলো থেকে যে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট যেটা ডি-ফরমে পাঠানো হয়, সেটা আমরা পেয়েছি। সেটা পাওয়ার পর আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা ডেকেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সেটা নির্ধারণ করা। সেই অনুযায়ী সব মন্ত্রণালয় তাদের কর্ম পরিকল্পনা এখানে পেশ করেছেন। সেটা আমরা নোট করেছি। সেটা নিয়ে আগামী পুনর্বাসন পরিকল্পনা করা হবে।’

প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালু করার জন্য বলেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সেখানে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ তিনি (প্রধানমন্ত্রী) খরচ করতে বলেছেন। আরও অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি বরাদ্দ দেবেন। তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ঘরবাড়ির উপরে, কারণ পানি নেমে গেছে, এখন লোকজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এই সময়ে বাড়িতে গিয়ে যদি তাদের ঘরগুলো ঠিক না থাকে তাহলে তাদের কষ্ট হবে। সেজন্য তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি মানুষের ঘরবাড়ি পুনর্নিমাণ করে দিতে বলেছেন। সেজন্য টিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ নগদ অর্থ তিনি দিতে বলেছেন। সেই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

গত ২৬ জুন থেকে চার দফা বন্যা হয়েছে জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বন্যা কবলিত জনগণের জন্য আমরা পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দিয়েছি। আমাদের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা সেটা বিতরণ করেছেন।’

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য কর্মসৃজনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বন্যা ও নদীভাঙ্গানে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ বাবদ মঞ্জুরি দেয়া হবে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচা রাস্তা মেরামত ও পুনর্নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’ জাইকা থেকে ১১৩ কোটি টাকার একটি সাহায্য পাওয়া গেছে জানিয়ে এনামুর রহমান বলেন, ‘সেটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে ভাগ করে দেয়া হবে। তারা তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি আছে সেটা পূরণের জন্য কাজ করে যাবে।’

‘এই বন্যা পুনর্বাসনে আমরা যাতে রাষ্ট্রকে আরও বন্যা সহনীয় করতে পারি সেজন্য ১১০টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ২০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ৫৭টি মুজিব কেল্লা এক বছরের মধ্যে করার জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি’বলে জানান প্রতিমন্ত্রী । তিনি বলেন, ‘একইসঙ্গে আমরা বন্যাকবলিত মানুষকে সরিয়ে আনার জন্য এবং ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার জন্য ৬০টি মাল্টিপারপাস রেস্কিউ বোট তৈরি করার জন্য এমওইউ স্বাক্ষর করেছি। বোট তৈরির কাজ চলছে, আগামী এক বছরের মধ্যে ২০টি বোট আমাদের হস্তগত হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা ৬০টি বোট পাবো।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘দুর্যোগের সময় আমরা অনুভব করতে পেরেছি মাঠ পর্যায়ে লোক সংখ্যা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেজন্য আমরা এক হাজারটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, এক হাজারটি সাইক্লোন শেল্টার এবং এক হাজারটি মুজিব কেল্লা করার ডিপিপি প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি। সেটার কাজ চলমান রয়েছে। বাজেট পাওয়ার পরেই নির্মাণ কাজগুলো আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে আমরা সম্পন্ন করব, ইনশাআল্লাহ।’

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেছে বন্যা কবলিত জেলায় যে বাঁধগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো তারা জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করবে। সড়ক বিভাগ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করবে। কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বীজতলা তৈরি ও চারা, সার ও বীজ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন । পানি নেমে যাওয়ায় বন্যা দুর্গত এলাকায় পানিবাহিত রোগ দেখা দিয়েছে জানিয়ে এনামুর রহমান বলেন, ‘সেজন্য মেডিকেল টিম গুলোকে সেখানে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’

মৎস্য ও পশু সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, যাদের মৎস্য খামার ভেসে গেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেবে বলে আমাদের জানিয়েছে। খোলার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত সম্পন্ন করবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণাল জানিয়েছে বলে জানান এনামুর রহমান।

এ বছর আরো বন্যা হওয়ার কোন আশঙ্কা আছে কিনা একজন সাংবাদিক জানতে চাইলে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আজকের আবহাওয়া অধিদফতরের পরিচালক পূর্বাভাস দিয়েছেন এ বছরের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আরেকটি বন্যা হতে পারে। অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে একটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আছে।’এবারের বন্যার ১৯৯৮ সালের বন্যার থেকে দীর্ঘস্থায়ী নয় জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৯৮ সালের বন্যাছিল ৬৯ দিন, এবারের বন্যা ছিল ৪৬ দিন। ক্ষয়ক্ষতিও ১৯৯৮ সালের বন্যার চেয়ে এবার কম।’

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায় ২৪ আগষ্ট, ২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২৫ আগষ্ট, ২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১১ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	২	১	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	১	০	০
৮।	খুলনা	৩	০	০
	মোট	**১১**	**১**	**০**

উল্লেখযোগ্য অগ্নিকান্ড (জেলাভিত্তিক তথ্য):

১। ময়মনসিংহঃ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার টেলিফোনে জানান যে, গত ২৪.০৮.২০২০ খ্রিঃ তারিখ সেমিপাকা গ্যাস সিলিন্ডার ও তেলের দোকানে গ্যাস সিলিন্ডারের মাধ্যমে থেকে আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১ টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকান্ডে একজন আহত হয়েছে।

২৬-৮-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৪৪/১(১৬৬)

তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৭
২৬ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৪) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৬) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৯) জেলা প্রশাসক (সকল)

১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

২৬-৮-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা